তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ঢাকার আইসিসিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপবৃত্তির চেক প্রদান করেন

মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প উদ্বোধন

স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সকল ছাত্রীকে সহায়তা দেয়া হবে — প্রধানমন্ত্রী

বাসস, ইউএনবি ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকারের দেয়া সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, শুধু ডিগ্রী নয়, শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃত জ্ঞানার্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করুন।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণকালে তিনি একথা বলেন।

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে সকল ছাত্রীকে সহায়তা দেয়া হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকল্পের উদ্বোধন করে বেগম জিয়া বলেন, তাঁর সরকার সবসময় শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মর্যাদাবান ও আত্মনির্ভর জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সোপান হিসেবে বিবেচনা করে।

তিনি বলেন, 'আমাদের শিক্ষার অর্থ উন্নয়ন।' শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন থেকে সরকার এই উপবৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় সারাদেশে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের সব ছাত্রীকে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, সরকার ছাত্রীদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতাও দেবে।

উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রী বৃত্তি প্রকল্প চালুর মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারে বর্তমান সরকারের আরেকটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণ হলো।

প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়নে যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন শিক্ষার আহবান জানান।

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প উদ্বোধনকে শিক্ষা বিস্তার বিশেষ করে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা করে বেগম জিয়া বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, এদেশে শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে আজকের তারিখটি লাল হরফে লেখা থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসার ১৭ জন ছাত্রীকে বৃত্তির চেক প্রদানের মাধ্যমে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক অবশিষ্ট ২৩৩ জন ছাত্রীর মধ্যে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

এই উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করার লক্ষ্য হচ্ছে এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া নিশ্চিত করা। এই উদ্যোগ সমাজে মহিলাদের মর্যাদা ও চাকরির বাজারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে এবং সকর্মসংস্থানে তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পে একাদশ শ্রেণীর প্রতি ছাত্রীর জন্য প্রতি মাসে ৬৫ টাকা এবং বই কেনার জন্য ৩৫০ টাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণী শেষে বোর্ড পরীক্ষার ফি হিসেবে বিজ্ঞান গ্রুপের প্রতি ছাত্রী ৬শ' টাকা এবং বাণিজ্য ও মানবিক গ্রুপের প্রতি ছাত্রী ৪শ' টাকা করে পাবে।

কর্মকর্তারা জানান, ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচী চালুর পর মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। তারা জানান, বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র ও ছাত্রীর হার হচ্ছে ৪৮ঃ৫২ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০ঃ৪০। মাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করার পর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পর্যায়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তারা জানান, এই প্রকল্প চালু হওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার ছাত্রীদের বই সরবরাহ করবে এবং সকল এবতেদাই মাদ্রাসায় তাদের বেতন মওকুফ করা হবে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে চায়।

তিনি তাদের প্রতি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পরীক্ষায় নকল রোধে সহায়তাদানেরও আহবান জানান। বেগম জিয়া সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি কর্মসূচী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ এন এম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম এবং উপবৃত্তি প্রাপ্ত একজন ছাত্রীও বক্তৃতা করেন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, এমপি, কূটনীতিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।